বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

প্রসপেক্টাস

পড় তোমার প্রভুর নামে
ANANDAPUR LABORATORY SCHOOL
Estd: 2014

আনন্দপুর ল্যাবরেটরি স্কুল

বি-৪০/১, আনন্দপুর (৪তলা মাদ্রাসা মসজিদের সামনে),
গেন্ডা, সাভার, ঢাকা।
মোবাইল ঃ ০১৭১৩-৫৪৭২৩৩, ০১৯৮৪-৮০০৮০১-৩
E-mail : alsc.anandapur@gmail.com
Web : www.alsc-edu.com

অধ্যক্ষের বাণী

''আলোকিত মানুষ আলোকিত দেশ'' - এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করে এগিয়ে চলছে **''আনন্দপুর ল্যাবরেটরি স্কুল''** শিক্ষা কার্যক্রম। ছাত্র-ছাত্রীদের যথার্থ ও উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত করে উন্নত ক্যারিয়ার গঠনের পাশাপাশি মন ও মননের উন্নতি ও বিকাশ সাধন করার মধ্য দিয়ে **'আলোকিত মানুষ'** গঠনের এক সুমহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে **''আনন্দপুর ল্যাবরেটরি স্কুল''**।

যুগোপযোগী শিক্ষার মাধ্যমে দেশ, জাতি গঠনের নিমিত্তে ও মানবকে সম্পদে পরিণত করতেই প্রতিষ্ঠিত হয় **'' আনন্দপুর ল্যাবরেটরি স্কুল''**। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, মেধা ও চারিত্রিক গুণাবলীল উৎকর্ষ সাধন করে তাদেরকে দেশপ্রেমিক, মূল্যবোধসম্পন্ন, প্রতিশ্রুতিশীল এবং দায়িত্ববান আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই **''আনন্দপুর ল্যাবরেটরি স্কুল''** এর লক্ষ। ডিজিটাল কন্টেন্ট ও স্মার্টবোর্ড এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আধুনিক সময়োপযোগী নতুন শিক্ষাদানের কার্যক্রম পরিচালনায় একঝাঁক দক্ষ নিবেদিত প্রাণ, যোগ্য ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিষ্ঠার সাথে পাঠদানে সর্বদা নিয়োজিত আছেন। পাঠ্যক্রম শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সুস্থ মানসিক ও শারীরিক বিকাশের প্রয়োসে শরীরচর্চা, খেলাধুলা ও সংস্কৃতিচর্চায় **'' আনন্দপুর ল্যাবরেটরি স্কুল''** এর রয়েছে সবুজ মাঠ, আধুনিক পাঠাগার, বিশুদ্ধ সুপেয় পানির ব্যবস্থা, কর্মসহায়ক দক্ষ কুশীলব ও সুযোগ্য নেতৃত্বের সুষম সমন্বয়ে সুশৃঙ্খল পরিবেশ। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের চাহিদার সাথে তাল রেখে দক্ষ শিক্ষার্থী গড়ে তুলতে সংবেদনশীল, জবাবদিহিমূলক, একীভূত ও অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পদ্ধ পরিকর।

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পূর্বপাশে সাভার পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের আনন্দপুর, গেন্ডা এলাকায় অবস্থিত **''আনন্দপুর ল্যাবরেটরি স্কুল''**সাভারের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও সুধীজনের কাছে ইতোমধ্যে পরিচিতি লাভ করেছে পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে এ প্রতিষ্ঠান উত্তরোত্তর সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সম্মানিত শিক্ষক ও অভিভাবকসহ সকলের সহযোগিতায় **''আনন্দপুর ল্যাবরেটরি স্কুল''** একদিন বিশ্বমানের আদর্শ শিক্ষায়তন হিসেবে স্বীকৃতি লাভে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউন।

তারিখ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০২২ইং
সাভার, ঢাকা।

আমিনুর রহমান
অধ্যক্ষ
আনন্দপুর ল্যাবরেটরি স্কুল।

ভূমিকা :

রাজধানী ঢাকার অদূরে অনন্য সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান **''আনন্দপুর ল্যাবরেটরি স্কুল''**। নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং জীবন ঘনিষ্ঠ, কর্মমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। এই কথাটি আমরা সেই ছোটবেলা থেকেই শ্রবণ করে আসছি। তবে আজকের বাস্তবতায় এ কথাটি কিছুটা বদলে গেছে। তাহলে কী বলব? হ্যাঁ এটাই বলতে হবে 'সুশিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড'। শিক্ষ মানুষকে শিক্ষিত করে, কিন্তু সর্বদা সুশিক্ষিত বা প্রশিক্ষিত করে না। সুশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য চারিত্রিক গুণাবলি বা নৈতিকতা জরুরি। জন্মের পর থেকেই মানবশিশুর শিক্ষার হাতেখড়ি তার পরিবারে। এ জন্য পরিবারকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেখানে যে মৌলিক শিক্ষা দেওয়া হয়, সেটাই তার গোটা জীবনের সব শিক্ষার ভিত্তি। সুতরাং যেকোনোক শিশুর মানসিক ও দৈহিক বিকাশের জন্য প্রথম ও প্রধান বিদ্যালয় হচ্ছে তার পরিবার এবং মা-বাবা হচ্ছেন শিক্ষক-শিক্ষিকা। তাদের স্নেহ ভালোবাসা আর জীবনাদর্শ পেয়েই বয়সে বেড়ে ওঠার পাশাপাশি একটি শিশু মানবিক ও নৈতিক গুণাবলিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষিতজনদের ভেতরেও সুশিক্ষার বড় অভাব। চোখ খুললেই চারপাষে বড় বড় ডিগ্রিধারী শিক্ষিত লোক দেখা যায়, তারা কতটা সুশিক্ষিত তা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার দিকে তাকালেই উপলব্ধি করা যায়। আমাদের দেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। বাড়ছে শুধু পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। কারণ সবাই এখন পরীক্ষার জন্য পড়ে। নিজে জানার জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়ে না। যারা জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়ে, তারাই প্রকৃতপক্ষে সমাজের দর্পণ। শুধু পয়সা উপার্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ নয়। তবে স্থান, কাল পাত্র ভেদে হওয়া দরকার। প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষ উদ্দেশ্যই হওয়া উচিৎ জ্ঞানদান ও জ্ঞান আহরণ।

বিশ্বের অনেক দেশ আজ সুশিক্ষার আলোয় আলোকিত। এসব দেশের নাগরিকেরা যেমন দায়িত্ববান, তেমনি কমঠ। লোভ লালসা তাদেরও আছে, কিন্তু তা চরিতার্থে, তারা কোনো অবৈধ পথ অবলম্বন করেন না। কঠোর পরিশ্রম করেন। একমাত্র পরিশ্রম আর নীতি নৈতিকতার জন্যই জাতীয় উন্নতিতে অবদান রাখেন এবং নিজেদের দেশকে উপস্থাপন করেন বিশ্বব্যাপী।

সুতরাং, সুশিক্ষার জন্য প্রয়োজন লোভ লালসাহীন নৈতিকতাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা। জীবনকে বিকশিত করতে হলে নিজেকে সুশিক্ষায় বিকশিত করতে হবে। আর সেই শিক্ষা হতে হবে নৈতিকতা এবং মূল্যবোধসমৃদ্ধ। সেই শিক্ষার ভেতর থেকে মানুষকে আলোকিত হতে হবে, সেই আলোয় অন্যকেও সিক্ত করতে হবে। এমন চিন্তাধারাই আমাদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

- শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে কর্মমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান।
- শিক্ষার্থীদের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- বিশ্বমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উন্নত মানব সম্পদ তৈরি করা এবং শিক্ষার্থীদেরকে উচ্চ শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলা।

অবস্থান ও অবকাঠামো :

সাভার পৌরসভার প্রাণকেন্দ্রে সুন্দর ও সহজ যাতায়াত ব্যবস্থা সমন্বিত পরিবেশে **'আনন্দপুর ল্যাবরেটরি স্কুল'** এর অবস্থান। আনন্দপুর এলাকায় খেলার মাঠসহ গড়ে উঠেছে **'আনন্দপুর ল্যাবরেটরি স্কুল'** নিশ্চিত করা হয়েছ মনোরম, নিরিবিলি ও শিক্ষা উপযোগী পরিবেশ।

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য :

- জাতীয় শিক্ষানীতির ভিত্তিতে যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম।
- মনো-বৈজ্ঞানিক ও Audio Visual পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগে সুসজ্জিত শ্রেণিকক্ষ।
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান এবং প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর নিয়মিত মনিটরিং।
- ড্রয়িং, হস্তলিখন, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- শিক্ষার অনুপম (স্বাস্থ্য উপযোগী ও কোলাহল মুক্ত) পরিবেশ ও সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার সুবিধা।
- আর্ট স্কুল, আধুনিক বিজ্ঞানাগার, সমৃদ্ধ কম্পিউটার ল্যাব ও ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ক্লাস সুবিধা।
- শারীরিক ও মানসিক বিকাশের স্বার্থে শিশুদের উপযোগী খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা।
- Web site,Digital Attendance, C.C ক্যামেরা, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি :

''আনন্দপুর ল্যাবরেটরি স্কুল'' শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি দেশের আর্থ-সামাজিক চাহিদা ও শিশুর গ্রহণ ক্ষমতার সাথে সঙ্গতি রেখে সাজানো হয়েছে। **"জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড"** কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যসূচির সাথে আধুনিক, সৃজনশীল ও জীবনধর্মী শিক্ষার কৌশলগত পাঠক্রম পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে, বর্তমানে যা প্রচলিত আছে। সময়ের পরিক্রমায় প্রচলিত এই শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়ন এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল ব্যাপী বিভিন্ন গবেষণা এবং কারিগরী

অনুশীলন পরিচালিত হয়। তারই উপর ভিত্তি করে, প্রেক্ষাপট, প্রয়োজন এবং নতুন বিশ্বপরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য করে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন শিক্ষাক্রম উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

পাঠদান পদ্ধতি :

- মুখস্থ নয় বরং অনুধাবন করার ক্ষমতা সৃষ্টি, নিরানন্দ পাঠের পরিবর্তে জীবনধর্মী এবং আনন্দঘন পাঠদান ব্যবস্থার অনুসরণ।
- ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে এ দু'টি বিষয়ে নির্ধারিত ক্লাস ছাড়াও অতিরিক্ত অনুশীলন ক্লাসের ব্যবস্থা।
- পরীক্ষা ভীতি দূর করার জন্য নিয়মিত ক্লাস টেস্টের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা।
- আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব, বিজ্ঞানাগার ও ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের মাধ্যমে হাতে-কলমে শিক্ষা।
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ (Participation Method) এর মাধ্যমে পাঠ সহজবোধ্য করে উপস্থাপন ও শ্রেণি কক্ষেই শিক্ষা অর্জন সম্পন্ন।
- মনো-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (Audio Visual) পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগে শ্রেণিকক্ষ (Center of Excellence) বা উৎকর্ষের কেন্দ্রবিন্দুতে সজ্জিত করে Edutainment (শিক্ষা ও বিনোদন) ও Infotainment (তথ্য বিনোদন) এর সুন্দর সমসত্ত্ব প্রক্রিয়ায় শিক্ষাদান।
- SSC পরীক্ষার্থীদের জন্য নবম শ্রেণির শুরু থেকেই বিশেষ ব্যবস্থা।
- পিছিয়ে পড়া ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বিশেষ মনিটরিং ব্যবস্থা।
- প্রতিদিনের পড়া সংক্ষেপে ডায়রিতে লিখে নেয়া / দেয়া হয় যা অভিভাবক কর্তৃক স্বাক্ষরিতহয় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মনিটরিং এর লক্ষ্যে নিয়মিত অভিভাবক সমাবেশ/যোগাযোগ ব্যবস্থা।
- নিয়মিত ক্লাস টেস্ট/টিউটোরিয়াল পরীক্ষার পাশাপাশি কোর্স শেষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মডেল টেস্ট ব্যবস্থা।
- শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি ও সমস্যাবলী পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য প্রতি সপ্তাহে শিক্ষক মিটিং এর ব্যবস্থা।
- বার্ষিক শিক্ষাদান কর্মসূচি (Scheme of teaching) প্রণয়নের মাধ্যমে শিক্ষাদান কার্যক্রমকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা।

সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রম :

শিশুর সৃজনশীল প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যে স্কুলে নিম্ন লিখিত সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা রয়েছে ঃ **ক) আর্ট স্কুল ঃ** শিশুদের মননশীল বিকাশের জন্য এখানে রয়েছে একটি স্বতন্ত্র আর্ট স্কুল। এখানে শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে ড্রইং, হস্তলিখন, আবৃত্তি, অভিনয়, গান ইত্যাদি সহায়ক বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। স্কুলের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ড্রইং ও হস্তলিখনকে একটি শৈল্পিক মানে উন্নীত করার লক্ষে আর্ট স্কুলে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

খ) লাইব্রেরি ও ল্যাংগুয়েজ ক্লাব ঃ বিশ্বায়ন (Globalization) প্রক্রিয়ায় গোটা পৃথিবী আজ Global Village-এ পরিনত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় নিজেদের সম্পৃক্ত করতে স্কুলের শিক্ষা কর্মসূচিতে ইংরেজিকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ইংরেজি শিক্ষার রীতি ও Audio Visual Aid এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে Language Club যাতে শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক স্তরেই ইংরেজি বিষয়ে চারটি দক্ষতা (Listening, Speaking, Reading & Writing) যথাযথভাবে অর্জন করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও কলেজ ভবনে রয়েছে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। লাইব্রেরিতে সুনামধন্য লেখকদের বিভিন্ন বিষয়ের দেশী-বিদেশী প্রচুর বই সংগ্রহে রয়েছে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা নিয়মিত সরবরাহ করা হয়। আগামীতে লাইব্রেরির উদ্যোগে ছাত্র/ছাত্রীদের বই পড়ার অভ্যাস বৃদ্ধির জন্য বই পড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

গ) আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব ও বিজ্ঞানাগার ঃ তথ্য-প্রযুক্তি (IT) নির্ভর বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার উপযোগী দক্ষ ও যোগ্য মানব সম্পদ তৈরীতে নিরলস প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে **''আনন্দপুর ল্যাবরেটরি স্কুল''**-এ রয়েছে একটি আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব। কম্পিউটার ল্যাবের সার্বিক সুবিধা প্রদান করে নার্সারি ও কেজি ক্লাসে কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম প্রদর্শনের মাধ্যমে মৌলিক বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়। ১ম শ্রেণি থেকে কম্পিউটার বিষয়ে শিক্ষা দানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে কম্পিউটার বিষয়ে ক্ষুদ্র প্রোগ্রামার হিসেবে গড়ে তোলা হয়। নবম-দশম শ্রেণির বিজ্ঞান বিষয়ক সকল ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য পর্যাপ্ত উপকরণ দিয়ে সাজানো হয়েছে সমৃদ্ধ বিজ্ঞানাগার।

ঘ) ধর্মীয় শিক্ষা ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি শিক্ষার্থীর চারিত্রিক ও নৈতিক দৃঢ়তা আনয়নে ধর্মীয় শিক্ষার বিকল্প নেই। "সুস্থ দেহে সুন্দর মন" সৃষ্টির জন্যে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে শিক্ষার্থীদের স্ব-স্ব ধর্মের জ্ঞান দানের ব্যবস্থা রয়েছে।

ঙ) ডে-কেয়ার ঃ বিদ্যালয়ের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ডে-কেয়ার ব্যবস্থা চালু আছে।

চ) সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ঃ স্কুলে বিভিন্ন সময় বিশেষজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা বাংলা উচ্চারণের ক্লাস, আবৃত্তি, বিতর্ক ও গানের ক্লাসের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হয়।

ছ) খেলাধুলা ঃ আউটডোর-ইনডোর খেলাধুলার মাধ্যমে নিয়মিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা রয়েছে।

জ) দেয়ালিকা ও ম্যাগাজিন ঃ শিক্ষার্থীদের মননশীলতা বিকাশের জন্য নিয়মিত 'চারুপাতা','অঙ্কুর' ও 'প্রয়াস' নামে দেয়ালিকা এবং ম্যাগাজিন প্রকাশে করার ব্যবস্থা রয়েছে।

ঝ) শিক্ষা সফর ও বনভোজন ঃ বাস্তবধর্মী জ্ঞান লাভে আনন্দদায়ক কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতি বছর শিক্ষাসফর ও বনভোজনের ব্যবস্থা রয়েছে।

একাডেমিক ক্যালেন্ডার :

প্রতি শিক্ষাবর্ষে সরকার নির্ধারিত ছুটিসহ বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান, পরীক্ষা ও ক্লাসের সময়সূচি সম্বলিত একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হয়। শিক্ষাবর্ষকে বিভিন্ন পর্বে ভাগ করে বছরের প্রারম্ভে বার্ষিক শিক্ষাদান কর্মসূচি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে প্রদান করা হয়।

স্বাস্থ্য সেবা :

অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা নিয়মিত শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এবং সেই সাথে নিয়মিত স্বাস্থ্য রক্ষায় চিকিৎসক ও অভিভাবকদের মধ্যে মত-বিনিময় সভার ব্যবস্থা।

নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা :

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করণে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ অপরিহার্য। কিন্তু লোডশেডিং এর কারণে পাঠদান প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে আমরা স্কুলের নিজস্ব খরচে জেনারেটরের ব্যবস্থা রেখেছি।

ICT সেবা :

বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়। বিভিন্ন নোটিশ, পরীক্ষার রুটিন, পরীক্ষার ফলাফলসহ যাবতীয় তথ্য শিক্ষার্থীর নিজ নিজ আইডির মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। এর ফলে অভিভাবকগণ ঘরে বসেই মুঠোফোনে সকল তথ্য পেয়ে যাচ্ছেন।

শিক্ষকমণ্ডলী ও শ্রেণিশিক্ষক :

দেশের উচ্চ শিক্ষিত, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকমন্ডলী **'আনন্দপুর ল্যাবরেটরি স্কুল'** এর পাঠদানের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী, অভিজ্ঞ, জড়তামুক্ত, প্রতিভাবান শিক্ষকমন্ডলীর নিবিড় স্নেহের পরশে শিক্ষার্থীদের বেড়ে উঠার পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রত্যেক শ্রেণির দায়িত্ব একজন শিক্ষকের (শ্রেণি শিক্ষক) উপর অর্পিত। শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক যে কোন সমস্যা ও অন্যান্য বিষয়ে অধ্যক্ষ ছাড়াও শ্রেণি শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়ন পদ্ধতি:

ছাত্র-ছাত্রীদের যথাযথ মূল্যায়ন এবং পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ প্রতিষ্ঠান পরীক্ষা পদ্ধতিতে এনেছে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। অভিভাবকগণ কর্তৃক বহুল প্রশংসিত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি নির্ভর এই পদ্ধতি ব্যয় বহুল হওয়া সত্ত্বেও এই প্রতিষ্ঠানে মিডটার্ম এবং পার্বিক এই দুই পদ্ধতির পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

পরীক্ষা পদ্ধতি :

১। বছরে মোট দুইটি পার্বিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
২। প্রতি পার্বিক এর পূর্বে নিয়মিত ক্লাস টেস্ট ছাড়াও দুইটি মডেল টেস্ট/মিডটার্ম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
৩। প্লে-৩য় শ্রেণি পর্যন্ত শতভাগ শিখনকালীন ধারাবাহিক মূল্যায়ন হবে।
৪। ৪র্থ-৫ম শ্রেণিতে সামষ্টিক মূল্যায়ন ৩০% ও শিখনকালীন মূল্যায়ন ৭০% এবং ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণিতে সামষ্টিক মূল্যায়ন ৪০% ও শিখনকালীন মূল্যায়ন ৬০% হবে।

৫। সকল পরীক্ষায় নার্সারি থেকে ৩য় শ্রেণির জন্য পাস নম্বর ৫০% এবং ৪র্থ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণির জন্য পাস নম্বর ৪০%।

৬। অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার গড় নম্বর নিয়ে চূড়ান্ত ফলাফল প্রস্তুত করা হয় এবং এর ভিত্তিতে চূড়ান্ত মেধা তালিকা তৈরি করা হয়।

৬। যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় তবে পরবর্তীতে উক্ত পরীক্ষা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণ করা হয় না।

উল্লেখ্য, ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়ন / সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর সুবিধার্থে স্কুল ডায়েরিতে প্রতি দিনের Class Performance এর উপর সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের মন্তব্য, ক্লাস টেস্ট ও সাপ্তাহিক/ মাসিক/ মিডটার্মসহ সকল পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের পর অভিভাবকগণের স্বাক্ষর ও মতামতের জন্য পাঠানো হয়।

কেন্দ্রীয় পরামর্শ কোষ :

ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের পারফরমেন্সের উপর ভিত্তি করে যে মূল্যায়ন প্রণীত হয় তার নিরিক্ষে মেধা বিকাশের জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ উন্মুক্ত। অভিভাবকবৃন্দ রিপোর্ট কার্ড পাওয়ার পর কেন্দ্রীয় পরামশ কোষের সাথে আলোচনা করে শিক্ষার্থীর উন্নতি বিধানে পরামর্শ নিতে পারবেন।

শিক্ষার্থীদের জন্য অনুসরণীয় কতিপয় আচরণ বিধি :

ছোটবেলা থেকে নিয়মিত শৃঙ্খলা মেনে চলার অভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে **'আনন্দপুর ল্যাবরেটরি স্কুল'** বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সমন্বিত নিয়ম শৃঙ্খলা ও আচার আচরণের উপর শিক্ষার আদর্শ পরিবেশ নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের পাশাপাশি সম্মানিত অভিভাবকদের সহযোগিতা আন্তরিকভাবে কাম্য। **'আনন্দপুর ল্যাবরেটরি স্কুল'**এর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অবশ্য পালনীয় নিয়ম কানুন নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

১। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। প্রতি শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে ৯০% ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হবে।

২। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ক্লাস শুরুর ১৫ মিনিট পূর্বে স্কুলে আসতে হবে এবং যথারীতি সমাবেশ (পিটি ক্লাস) এ যোগদান করতে হবে।

৩। অনুপস্থিতির জন্য অভিভাবকদের স্বাক্ষর যুক্ত দরখাস্ত পরবর্তী কর্মদিবসে শ্রেণি শিক্ষকের কাছে জমা দিতে হবে। বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিতির জন্য দৈনিক ১০/- (দশ) টাকা হারে জরিমানা দিতে হবে।

৪। শিক্ষার্থীকে নিয়মিত ভালভাবে দাঁত ব্রাশ করে, হাত মুখ ধুয়ে, নখ কেটে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে প্রতিদিন স্কুল/কলেজ ইউনিফর্ম পরিধান করে স্কুলে আসতে হবে। ডায়েরি, খাতা, বই ও অন্যান্য উপকরণাদি, টিফিন বক্স, পানির ফ্লাক্স, রুমাল ইত্যাদি সাথে আনতে হবে।

৫। প্রতি পিরিয়ডে শিক্ষক / শিক্ষিকাগণ যা পাঠদান করেন তা সংক্ষিপ্তভাবে ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে। অভিভাবকগণ ডায়েরি দেখে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ প্রস্তুতিতে সহায়তা করবেন এবং যথাস্থানে স্বাক্ষর করবেন।

৬। শ্রেণিকক্ষে পাঠদান চলাকালে কোন অভিভাবক কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকার সাথে আলোচনা করতে পারবেন না। প্রয়োজনে অধ্যক্ষ/শ্রেণি শিক্ষকের সাথে আলোচনা করার জন্য অফিস এর মাধ্যে যোগাযোগ করবেন।

৭। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সহপাঠীদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করতে হবে। উপরের শ্রেণির ছাত্র- ছাত্রীদের প্রতি সম্মান ও নিচের শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি সহানুভূতি ও স্নেহ প্রদান করতে হবে।

৮। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম যথারীতি মেনে চলতে হবে। শ্রেণি কক্ষে অযথা গোলমাল, বারান্দায় আসা, দৌড়ঝাপ, হৈচৈ এবং কারো প্রতি অশোভন আচরণ করতে পারবে না। এ ধরণের আচরণের জন্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৯। কোন ছাত্র-ছাত্রী অসুস্থতা জনিত কারণে কোন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট ও অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ দরখাস্ত জমা দিতে হবে। অন্যথায় ঐ শিক্ষার্থীর প্রমোশনের বিষয় বিবেচনা করা হবে না। তবে এই দরখাস্ত এক শিক্ষাবর্ষে শুধু একবার বিবেচনা করা হবে।

১০। অসদাচরণ, প্রতিষ্ঠান ও দেশের আইন-শৃঙ্খলা বিরোধী কোন কাজে কোন শিক্ষার্থী লিপ্ত হলে কর্তৃপক্ষ ২৪ ঘন্টার নোটিশে তাকে প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করতে পারবে।

১১। চূড়ান্ত ফলাফলে অকৃতকার্য হলে পরবর্তী শ্রেণিতে ভর্তির জন্য বিবেচিত হবে না।

১২। শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল নির্ধারিত টিফিন বাসা হতে প্রস্তুত করে আনতে হবে। বাহিরের কোন প্রকার খাবার কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত টিফিন হিসেবে খাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

১৩। কোনো শিক্ষার্থী স্কুল চলাকালীন বা অন্য সময়ে স্কুল ক্যাম্পাসের ভিতর বা বাহিরে স্কুল ইউনিফর্ম পরিধান করে কোনো অসৎ কাজ বা আপত্তিকর আচরণ অথবা আইন শৃঙ্খলা পরিপন্থি কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

সম্মানিত অভিভাবকগণ ডায়েরি দেখে ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন কার্যক্রমের বিষয়ে নিশ্চিত হবেন এবং প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর যে কোন সমস্যা নিয়ে সংশ্লিষ্ট শ্রেণি শিক্ষক/অধ্যক্ষের সাথে যোগাযোগ করবেন। শিক্ষার্থী সম্পর্কে যে কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য স্কুল থেকে আমন্ত্রণপত্র পাওয়ার পর নির্ধারিত দিনে ও সময়ে অভিভাবকগণ অবশ্যই অধ্যক্ষ/শ্রেণি শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করবেন। মনে রাখতে হবে অভিভাবক, অধ্যক্ষ/শ্রেণি শিক্ষকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে একজন শিক্ষার্থীর পাঠ্যোন্নতি ও সচ্চরিত্র গঠন সম্ভব।

শিক্ষার্থীর পোষাক :

ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত পোশাক :

প্লে থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি ঃ সাদা শার্ট, স্কুল নির্ধারিত টাই, সোল্ডার, Name Plate, ডিপ ব্লু প্যান্ট/ হাফ প্যান্ট, সাদা মোজা, কালো জুতা।

তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণি ঃ সাদা শার্ট, স্কুল নির্ধারিত টাই, সোল্ডার, Name Plate, ডিপ ব্লু ফুল প্যান্ট, সাদা মোজা, কালো জুতা।

শীতকালীন পোশাক ঃ নেভী ব্লু হাফ / ফুল সোয়েটার।

ছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত পোশাক :

প্লে থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি ঃ সাদা শার্ট, স্কুল নির্ধারিত টাই, সোল্ডার, Name Plate, ডিপ ব্লু স্কার্ট (রুমাল ছাট), সাদা মোজা, কালো পাম্পসু।

তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণিঃ নেভী ব্লু এপ্রোন, নেভী ব্লু কামিজ, সাদা সালোয়ার, সাদা স্কার্ফ (পরিমিত মাপের) সাদা মোজা, কালো পাম্পসু।

শীতকালীন পোশাক ঃ নেভী ব্লু ফুল হাতা সোয়েটার / কার্ডিগান।

শ্রেণি কার্যক্রমের সময়সীমা ঃ নির্ধারিত ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৮:০০ টা থেকে ২:০০ টা পর্যন্ত স্কুল খোলা থাকে। সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবার ও শনিবার।

শাখা ভিত্তিক সময়সীমা ঃ প্রভাতী শাখা ঃ সকাল ৮:৩০ টা থেকে ১১:০০ টা পর্যন্ত।

ঃ দিবা শাখা ঃ সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত।

ডে-কেয়ার ঃ বিকাল ৪:০০ টা থেকে রাত ৮:৩০ পর্যন্ত।

শ্রেণি ব্যবস্থা :

শিক্ষাস্তর	শ্রেণি	বয়স	ভর্তি প্রক্রিয়া
প্রাক্-প্রাথমিক	প্লে-গ্রুপ	৩ বছর ৬ মাস +	অভিভাবক (বাবা ও মা) এর স্বাক্ষাতকারের ভিত্তিতে
	নার্সারি	৪ বছর ৬ মাস +	
	কেজি	৫ বছর +	
প্রাথমিক	প্রথম	৬ বছর +	অভিভাবক (বাবা ও মা) এর স্বাক্ষাতকারের ভিত্তিতে
	দ্বিতীয়	৭ বছর +	
	তৃতীয়	৮ বছর +	ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে
	চতুর্থ	৯ বছর +	
	পঞ্চম	১০ বছর +	
মাধ্যমিক	ষষ্ঠ	১১ বছর +	ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে
	সপ্তম	১২ বছর +	
	অষ্টম	১৩ বছর +	
	নবম	১৪ বছর +	

ভর্তি নিয়মাবলী:

২০০/= (দুইশত) টাকা প্রদান করে অফিস হতে নির্ধারিত আবেদন পত্র সংগ্রহ করতে হবে।

আবেদনপত্রের সাথে যা যা জমা দিতে হবে।

১. ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।
২. প্রার্থীর জন্মনিবন্ধন সার্টিফিকেট আবেদন পত্রের সাথে জমা দিতে হবে।
৩. পিতা-মাতার (জন্মনিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয় পত্র) ফটোকপি।
৪. প্রার্থীর পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র ও প্রগ্রেসিভ রিপোর্ট।

শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রেণি ভিত্তিক ফি সমূহ ঃ

শ্রেণি	ভর্তি ফি (নতুনদের জন্য)	সেশন চার্জ (বাৎসরিক)	আই.সি.টি চাজ (বাৎসরিক)	ইউটিলিটি ও ব্যবহারিক (বাৎসরিক)	বেতন (মাসিক)
প্লে-কেজি	৪০০০/-	৫০০০/-	৫০০/-	১২০০/-	১০০০/-
১ম-৩য়	৪০০০/-	৫০০০/-	৫০০/-	১২০০/-	১১০০/-
৪র্থ-৫ম	৪০০০/-	৫০০০/-	৫০০/-	১২০০/-	১২০০/-
৬ষ্ঠ-৮ম	৪০০০/-	৫০০০/-	৫০০/-	১২০০/-	১৩০০/-
৯ম-১০ম	৪০০০/-	৫০০০/-	৫০০/-	১২০০/-	১৫০০/-

বি. দ্র.- চলতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে বেতন পরিশোধ করতে হবে। যথাসময়ে বেতন পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ৫০ টাকা বিলম্ব ফিসহ বেতন পরিশোধ করতে হবে। পরপর তিন মাস বেতন পরিশোধে ব্যর্থ হলে ভর্তি বাতিল হবে এবং পুনরায় ভর্তি ফি দিয়ে পুনঃ ভর্তি হতে হবে।

প্রত্যয়ন পত্র / প্রশংসাপত্র ঃ

কোন ছাত্র-ছাত্রী বিশেষ কারণে বিদ্যালয় হতে প্রত্যয়ন পত্র/প্রশংসা পত্র নেওয়ার প্রয়োজন হলে ২০০/- (দুইশত) টাকা প্রত্যয়ণ ফি প্রদান করতে হবে।

পরিচয়পত্র ঃ

স্কুল কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্র প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে সাথে রাখতে হবে। পরিচয়পত্র হারিয়ে গেলে নির্ধারিত ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা স্কুল অফিসে জমা দিয়ে ৭ দিনের মধ্যে পুণরায় তা সংগ্রহ করতে হবে।

ভর্তি বাতিল ঃ

কোন অভিভাবক বিশেষ প্রয়োজন শিক্ষার্থীর ভর্তি বাতিল করে ছাড়পত্র নিতে চাইলে প্রতিষ্ঠানের সমুদয় পাওনা পরিশোধ করে তা নিতে পারবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পরিচয়পত্র ফেরত দিতে হবে এবং ছাড়পত্র ফি বাবদ ২০০/- (দুইশত) টাকা হিসাব শাখায় জমা দিতে হবে।

শিক্ষক-অভিভাবক দিবস ও যৌথ সভা :

শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বিকাশের পথকে গতিশীল করার জন্য শিক্ষকের যেমন ভূমিকা আছে তেমনি অভিভাবকেরও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। শিক্ষক ও অভিভাবকের সমন্বিত উদ্যোগে ও যত্নে শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়নের কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করা হলে শিক্ষার্থী স্বল্প সময়ে ও সহজে অধিকতর যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এ বিষয়কে সামনে রেখে শিক্ষক-অভিভাবক দিবসের আয়োজন করা হয়। এ দিবসে শিক্ষার মানোন্নয়ন, ছাত্র ছাত্রীদের সমস্যা নিয়ে শিক্ষক ও অভিভাবকগণ নির্দ্বিধায় তাদের যে কোনো সমালোচনা, পরামর্শ, সরাসরি অথবা পরামর্শ বক্সের মাধ্যমে আমাদের কাছে উপস্থাপন করতে পারেন। আমরা শিক্ষকদের মাসিক বৈঠকে এসব সমালোচনা ও পরামর্শ পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের এ প্রতিষ্ঠানকে একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সর্বদা সচেষ্ট।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

''আনন্দপুর ল্যাবরেটরি স্কুল'' সাভার এলাকায় নৈতিক গুনাবলী সম্পন্ন ও যোগ্য নাগরিক তৈরিতে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইতোমধ্যে স্বীকৃতি লাভ করেছে। যুগোপযোগী শিক্ষা প্রসারে এ প্রতিষ্ঠান ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হবে ইন্‌শাআল্লাহ্‌। আগামীতে নিজস্ব ভবনে আরো প্রশস্ত জায়গায় **''আনন্দপুর ল্যাবরেটরি স্কুল''** ক্যাম্পাস নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। আধুনিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা এবং উন্নত Multimedia Over Head Projector (MOHP) সহ Library & Language Lab কে আধুনিকীকরণ করে **''আনন্দপুর ল্যাবরেটরি স্কুল''** কে বিশ্বমানের একটি সর্বোত্তম স্কুলে পরিণত করা হবে ইন্‌শাআল্লাহ্‌।

উপসংহার :

প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা, শ্রেণি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের চূড়ান্ত পরীক্ষার সর্বোচ্চ প্রস্তুতি, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক অভিভাবক সু-সম্পর্ক, সহপাঠ কার্যক্রম এসব মিলে **''আনন্দপুর ল্যাবরেটরি স্কুল''** ইতোমধ্য সুধী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা উপজেলা ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সফলতা অর্জন করছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমাদের সার্বিক প্রস্তুতি নতুন প্রজন্মকে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের উপযোগী করে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য শিক্ষার্থীর দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও স্বাধীনভাবে শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টিতে **''আনন্দপুর ল্যাবরেটরি স্কুল''** সদা সচেষ্ট। সর্বোপরি সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা, পরামর্শ ও মহান সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমতে আমাদের এ আয়োজন পরিপূর্ণতা লাভে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।